শেকড় জানো দেশটা চেনো

জহির রায়হান: অকালে হারানো উজ্জ্বল নক্ষত্র

লেখক: রাইসা বিনতে রেজা এবং
আদনান ফারুক
অনুবাদক: মিহ্‌সান বিন মাকসুদ
এবং আদনান ফারুক

GROW your READER
Foundation

জহির রায়হান: অকালে হারানো উজ্জ্বল নক্ষত্র

ঘরের এক প্রান্তে ফোনটা বেজে উঠল। জহির তার কাঠের চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফোনটা তুললেন। *"হ্যালো?"* জহিরের কণ্ঠ কৌতূহলী। *"হ্যালো, জহির,"* অপরিচিত ব্যক্তিটি কথা শুরু করলেন। তিনি নিজের পরিচয় জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। এতে জহিরের সন্দেহ বেড়ে গেল। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তিটির পরের কথাগুলো তাকে হতবাক করে দিল। তিনি কথা শেষ করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন, চিন্তা করার মতো আর কিছুই মনে এলো না। তার চোখে জল আসতে লাগল। তারপর তিনি তার কোটটা নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু জহির জানতেন না যে তিনি আর কখনও সেই দরজা দিয়ে ফিরবেন না।

জহির রায়হান

মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তির মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার পর তাকে মিত্র ইনস্টিটিউটে ভর্তি করানো হয়। দেশভাগের কিছুদিন পরেই তারা চলে আসেন গ্রামের বাড়িতে। স্থানীয় আমিরাবাদ স্কুল থেকে ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে।

১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের মিছিলে যে দশ জনের দলটি সর্বপ্রথম ১৪৪ ধারা ভেঙেছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া জহির রায়হান।

কলকাতার বিখ্যাত মিত্র ইনস্টিটিউটে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালীন বড়ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে প্রথম রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন কলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টি-কুরিয়ার ছিলেন।

পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র *স্বাধীনতা পত্রিকা* বিক্রি করতেন। জহির রায়হান নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মণি সিংহ। ১৯৫৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ঢাকা কলেজে পড়াকালীন বড়ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের সুবাদে মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক কর্মীর পার্টির দেওয়া একটি আলাদা নাম থাকত। মোহাম্মদ জহিরুল্লাহর পার্টি নাম "*রায়হান*" রেখেছিলেন কমরেড মণি সিংহ। তারপর থেকে মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ দিনে দিনে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং অমরত্ব লাভ করলেন *জহির রায়হান* নামেই।

তরুণ বয়সে জহির রায়হান

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন জহির রায়হান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই ১৯৫০ সালে সাংবাদিক হিসেবে *যুগের আলো* পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু হয় তার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় আরও দুটি পত্রিকায় কাজ করেছিলেন জহির রায়হান। পরবর্তীতে তিনি *খাপছাড়া, যান্ত্রিক, সিনেমা* ইত্যাদি পত্রিকাতেও কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি সম্পাদক হিসেবে প্রবাহ পত্রিকায় যোগ দেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো তার প্রথম গল্পগ্রন্থ *সূর্যগ্রহণ*।

পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব ঢাকা ১৯৬৫-এ জহির রায়হান

জহির রায়হান বাংলা সাহিত্যে আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে গেছেন। তার সৃষ্টি শৈলী অসাধারণ। তার লেখায় আলাদা যে ভাব রস রয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা বিরল। তার লেখার মৌলিকত্বকে এখন পর্যন্ত এ দেশের কোনো সাহিত্যিক ছুঁতে পারেননি। তার *"হাজার বছর ধরে"* উপন্যাসের শেষ লাইন *"রাত বাড়ছে, হাজার বছরের পুরোনো সেই রাত"* এবং *"আরেক ফাল্গুন"* উপন্যাসের *"আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব"*–এমন সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জহির রায়হানের নিজস্বতা। তার লেখা উপন্যাসের মধ্যে কেবলমাত্র *"হাজার বছর ধরে"* উপন্যাসটি ছাড়া অন্য সব উপন্যাসের পটভূমি শহর বা নগর কেন্দ্রিক। একমাত্র *"হাজার বছর ধরে"* উপন্যাসটিতে তিনি গ্রামীণজীবনের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন।

চলচ্চিত্রে জহির রায়হানের অভিষেক হয় ১৯৫৭ সালে, "*জাগো হুয়া সাভেরা*" চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন আখতার জং কারদার। পরিচালক হিসেবে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় ১৯৬১ সালে, "*কখনো আসেনি*" চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন খান আতাউর রহমান, শবনম, সুমিতা দেবী। একই বছর সুমিতা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জহির রায়হানের। এর আগের বছর প্রকাশিত হয় জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস "*শেষ বিকেলের মেয়ে*"। পরের বছর জহির রায়হান নির্মাণ করেছিলেন "*সোনার কাজল*"। তবে জহির রায়হান মূল আলোচনায় আসেন তারও এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত "*কাঁচের দেয়াল*" চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছিল এটি। জহির রায়হান পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মাননা।

পুরস্কারসহ জহির রায়হান

জহির রায়হানের হাত ধরেই পাকিস্তানের চলচ্চিত্র রঙিন চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করেছিল। ১৯৬৪ সালে তার নির্মিত উর্দু চলচ্চিত্র "*সঙ্গম*" ছিল পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের ৬টি গানই তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বছরটি জহির রায়হানের জন্য দারুণ একটি বছর ছিল। একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিল তার রচিত কালজয়ী উপন্যাস "*হাজার বছর ধরে*"। এই উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে *আদমজী সাহিত্য পুরস্কার* পেয়েছিলেন জহির রায়হান। এরপর একাধারে "*একুশে ফেব্রুয়ারি*", "*বাহানা*", "*বেহুলা*", "*আনোয়ারা*" চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন তার বিখ্যাত উপন্যাস "*আরেক ফাল্গুন*"। একই বছর প্রকাশিত হয়েছিল তার আরেক বিখ্যাত উপন্যাস "*বরফ গলা নদী*"।

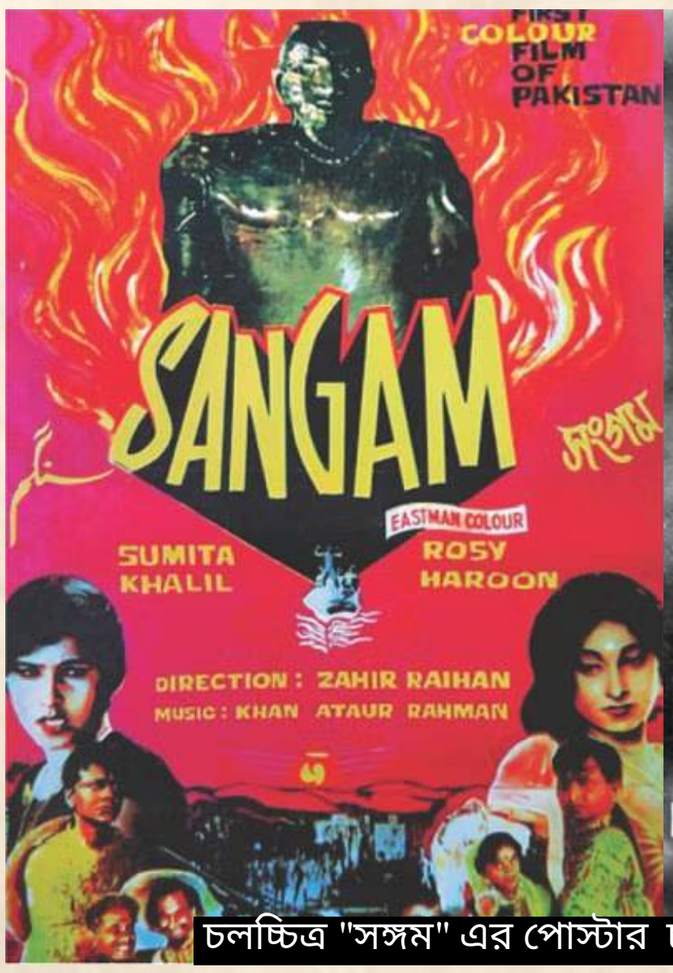

চলচ্চিত্র "সঙ্গম" এর পোস্টার

চলচ্চিত্র "লেট দেয়ার বি লাইট" এর পোস্টার

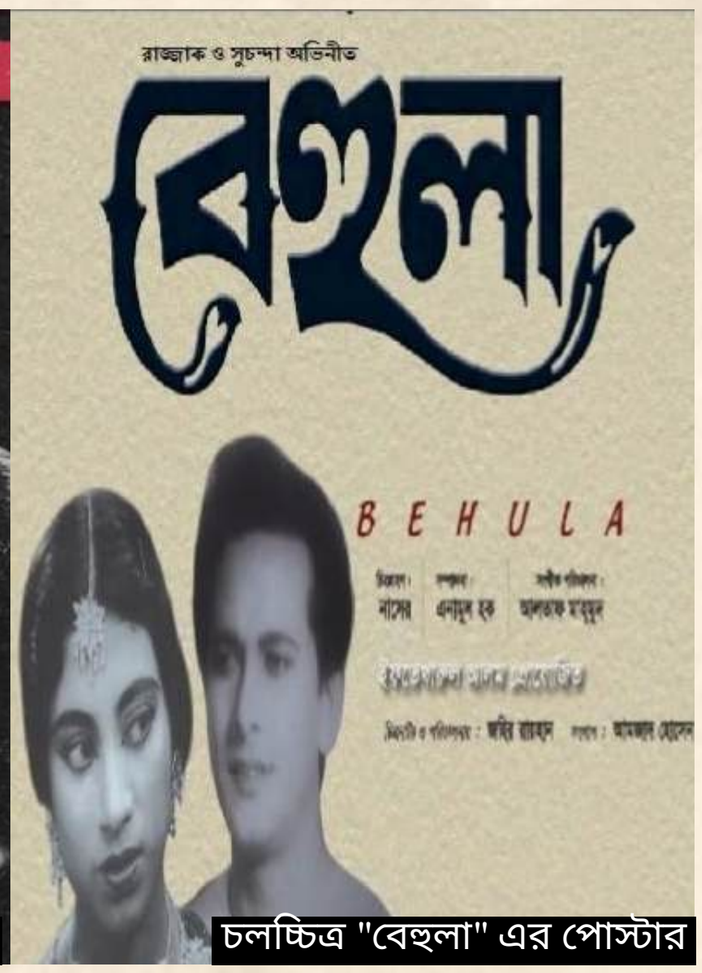

চলচ্চিত্র "বেহুলা" এর পোস্টার

১৯৭০ সালে মুক্তি পেয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র *"জীবন থেকে নেয়া"*। এটি জহির রায়হানের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বলে বিবেচিত। সামাজিক এই চলচ্চিত্রে তৎকালীন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল। ৬৯ এর গণ-আন্দোলনের কিছু প্রামাণ্য দৃশ্য তিনি ছবিতে সংযোজন করেছেন। এই দৃশ্যগুলি তোলার জন্য দিনের পর দিন তিনি ক্যামেরা এবং দু-তিন জন সহকারী নিয়ে মিছিলে মিছিলে ঘুরেছেন। এই ছবিতে সংযোজিত ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরীর প্রামাণ্য দৃশ্যটি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতা পূর্ণ কাজ ছিলো। একই বছর *"টাকা আনা পাই"* নামে আরও একটি অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেই বছরই তিনি নির্মাণ শুরু করেছিলেন তার *"লেট দেয়ার বি লাইট"* চলচ্চিত্রের। এই চলচ্চিত্রটি ছিল চিত্রনাট্য ছাড়া। এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি দৃশ্য থেকে সংলাপ সবই ছিলো জহির রায়হানের উপস্থিত মেধায় রচিত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় চলচ্চিত্রটি নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়।

পুরস্কার গ্রহণ করছেন জহির রায়হান

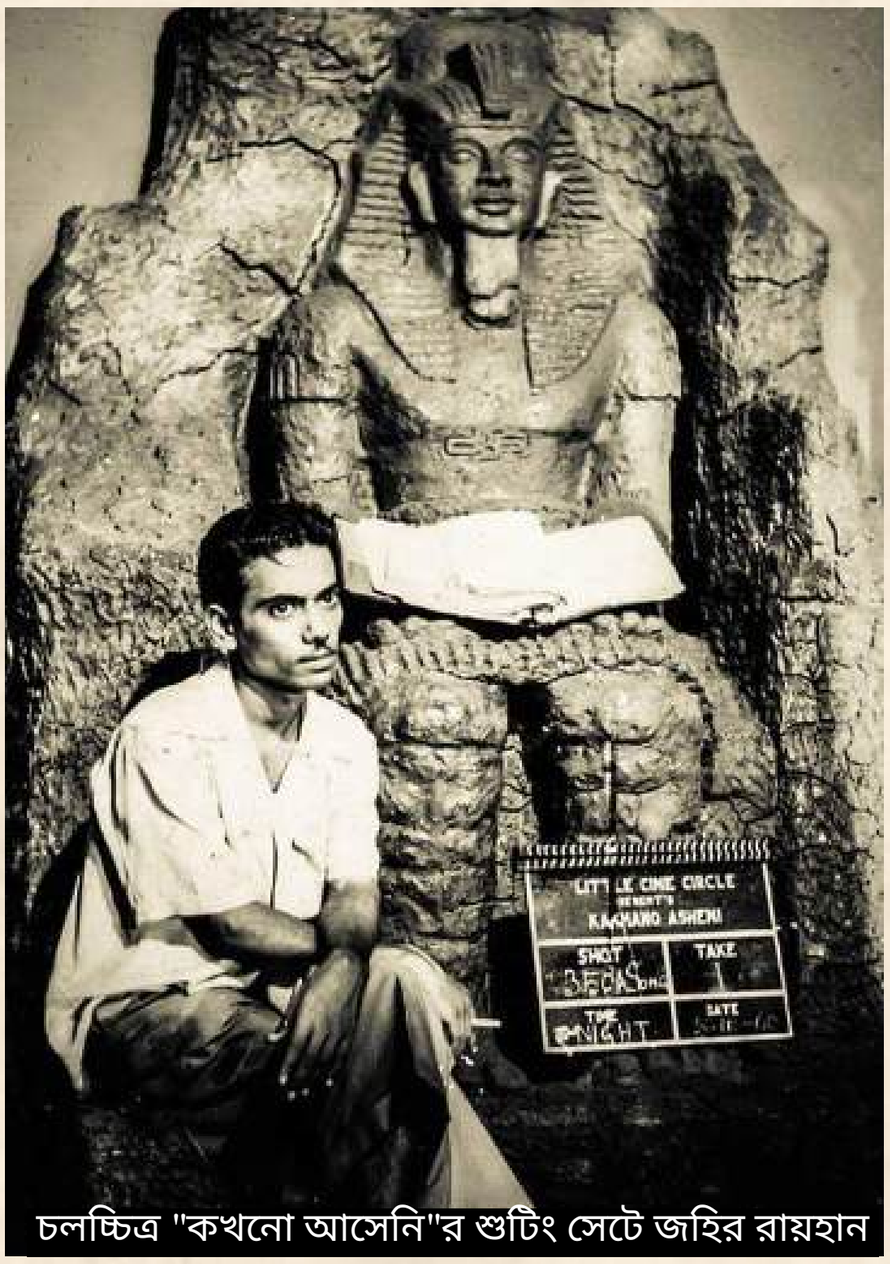

চলচ্চিত্র "কখনো আসেনি"র শুটিং সেটে জহির রায়হান

৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা এদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে জহির রায়হান যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যই ঢাকা ছেড়ে প্রথমে আগরতলা এবং পরে সেখান থেকে কলকাতা যান। কলকাতায় তিনি প্রচার কাজ সংগঠিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একাংশের রোষানলে পড়েন এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হয়।

"*স্টপ জেনোসাইড*" ছবিটি নির্মাণের সময়েও বাধাপ্রাপ্ত হন। *স্টপ জেনোসাইডের* প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিলো অজ্ঞাত স্থানে। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদসহ মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা। আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ কেউ ছবি দেখে ছাড়পত্র না দেয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ছবিটি শুরু হয় লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, আর শেষ হয়েছে *জাগো জাগো সর্বহারা (কমিউনিস্ট)* সুর বাজিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ তখনও আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন পেতে উন্মুখ ছিলো অথচ এ ছবিতে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য

উত্থাপন করা হয়েছে। একজন আওয়ামী লীগ নেতা এই বলে হুমকিও দিয়েছিলেন যে, এই ছবিকে ছাড়পত্র দেয়া হলে তিনি বাংলাদেশ মিশনের সামনে অনশন করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সেন্সর কর্তৃপক্ষ এ ছবিকে ছাড়পত্র দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় জহির রায়হানকে দিল্লী পর্যন্ত দৌড়াতে হয়।

দেশ স্বাধীনের পর জহির রায়হান ১৯৭১ এর ১৭ ডিসেম্বর ভারত থেকে ঢাকা ফিরে আসেন। দেশে ফেরার আগেই বড়ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে আল-বদররা ধরে নিয়ে গেছে জানতে পারেন। ২৫ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণার পাঁচ দিন পর ৩০ জানুয়ারি রোববার সকালে রফিক নামে এক অপরিচিত ব্যক্তির টেলিফোন কল আসে জহির রায়হানের কায়েতটুলির বাসায়। টেলিফোনে জহিরকে বলা হয়েছিল, *"আপনার বড়দা (শহীদুল্লাহ কায়সার) মিরপুর বারো নম্বরে বন্দী আছেন। যদি বড়দাকে বাঁচাতে চান তাহলে মিরপুর চলে যান। একমাত্র আপনি গেলেই তাকে বাঁচাতে পারবেন।"* সেদিন সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, টেলিফোন পেয়ে জহির রায়হান দুটো গাড়ি নিয়ে মিরপুরে রওনা দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ছোট ভাই জাকারিয়া হাবিব, চাচাত ভাই শাহরিয়ার কবির, শ্যালক বাবুলসহ আরও তিনজন। মিরপুর ২ নম্বর সেকশনে পৌঁছানোর পর সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পুলিশের সদস্যরা নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে জহির রায়হানের টয়োটা গাড়িসহ থাকতে বলে অন্যদের ফেরত পাঠিয়ে দেন।

সেনাবাহিনী ও পুলিশের বহরের সঙ্গে মিরপুর ১২ নম্বরের দিকে বুদ্ধিজীবীদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানের সঙ্গী হন জহির রায়হান। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বিহারীরা কালাপানি পানির ট্যাংকের সামনে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের দিকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিহারীদের অতর্কিত হামলায় সেদিন ৪২ জন সেনাসদস্য নিহত হন। ক্যাপ্টেন মোর্শেদ ও নায়েক আমিরসহ কয়েকজন আহত হন। নিহতদের তিন-চারজন ছাড়া আর কারও লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে বিহারীদের সরিয়ে ফেলা সেই

লাশগুলোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যান বড়দাকে খুঁজতে যাওয়া জহির রায়হানও। পরদিন ৩১ জানুয়ারি মিরপুর বিহারী ও পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলমুক্ত হলেও তাঁর লাশ পাওয়া যায় নি।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সের জীবনেই জহির রায়হান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী একজন কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে। প্রচণ্ড বক্তব্যধর্মী ও জীবনমুখী তাঁর চলচ্চিত্রগুলো নান্দনিকতা ও কৌশলগত মানের দিক থেকে এখনো স্মরণীয় হয়ে টিকে আছে। অনুপ্রাণিত করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলচ্চিত্রকারদের। তেমনি মাত্র আটটি উপন্যাস লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। হাজার বছর ধরে দেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রাঙ্গনে তাঁর পথ চলার কথা থাকলেও, ১৯৭২ সালে নিরুদ্দেশের বরফ গলা নদীতে হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসেননি আর।

জহির রায়হান এক বিদ্রোহের নাম, অনুপ্রেরণার নাম। অন্যায় অমানবিকতা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, সামাজিক অধিপত্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে জহির রায়হান ফিরে এসেছেন ২৪'র ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে। শতসহস্র বিপ্লবীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে *"আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।"* শহীদ ভাইবোনদের রক্তের সাথে বেঈমানি না করার অঙ্গিকারে ফাল্গুন আসার আগেই শ্রাবণে আমরা দ্বিগুণ হয়েছি!

রেফারেন্স :

https://en.banglapedia.org/index.php/Raihan,_Zahir

https://en.muktomona.com/

https://www.thedailystar.net/opinion/news/dreams-devoured-the-tragic-disappearance-zahir-raihan-2036093

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/255756/looking-back-at-zahir-raihan-the-legend

https://shorturl.at/oMXxq

https://shorturl.at/e5IhC

একুশে ফেব্রুয়ারি ~ জহির রায়হান

ছবি:

জহির রায়হান - IMDB

তরুণ বয়সে জহির রায়হান - IMDB

পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব ঢাকা ১৯৬৫-এ জহির রায়হান - IMDB

পুরস্কারসহ জহির রায়হান - The Daily Star

চলচ্চিত্র "লেট দেয়ার বি লাইট" এর পোস্টার - IMDB

চলচ্চিত্র "সঙ্গম" এর পোস্টার - IMDB

চলচ্চিত্র "বেহুলা" এর পোস্টার - IMDB

পুরস্কার গ্রহণ করছেন জহির রায়হান - IMDB

চলচ্চিত্র "কখনো আসেনি"র শুটিং সেটে জহির রায়হান - IMDB